গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
শার্শা, যশোর।
sharsha.jessore.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-০৫.৪৪.৪১৯০.০০২.২২.০০৭.২০- ১৭৪

তারিখঃ ০৯ -০২-২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

জলমহাল ইজারা প্রদানের বিজ্ঞপ্তি

"জাল যার জলা তার" এ নীতির আলোকে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ এর আওতায় যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন নিম্ন তফসিলভূক্ত জলমহালসমূহ বাংলা ১৪২৭ সন হতে ১৪২৯ সন (বাংলা ১৪২৭ সনের ০১ বৈশাখ হতে ১৪২৯ সনের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত) ০৩(তিন) বছর মেয়াদে শার্শা উপজেলার প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি এর অনুকুলে ইজারা প্রদানের জন্য সীল মোহারকৃত খামে শর্তাধীনে নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। আবেদন দাখিলের পূর্ব দিন অফিস চলাকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় এবং জেলা প্রশাসক, যশোর মহোদয়েরে কার্যালয় হতে নগদ ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা মূল্যে (অফেরতযোগ্য) আবেদন ফরম ক্রয় করা যাবে। নির্ধারিত তারিখ সকাল ৯-০০ টা হতে বেলা ০১-০০টা পর্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী ও জেলা প্রশাসক, যশোর মহোদয়ের কার্যালয়ে রক্ষিত বাক্সে আবেদনপত্র দাখিল করা যাবে। ঐদিনই বিকাল ৩-০০টায় উপস্থিত দরপত্র দাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরপত্র বাক্স খোলা হবে। প্রথম দরপত্রে যে সকল জলমহালের দাখিলকৃত দরপত্র অনুমোদিত হবে ২য় বার দরপত্রে ঐ সকল জলমহালের নাম বাদ দেয়া হয়েছে ও ২য় বারের দরপত্রে যে সকল জলমহাল অনুমোদিত হবে ৩য় বার দরপত্রে ঐ সকল জলমহালের নাম বাদ দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে। টেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য (শর্তাবলী) অফিস চলাকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস হতে জানা যাবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। বিজ্ঞপ্তিটি sharsha.jessore.gov.bd এর ওয়েবে সাইটে দেখা যাবে।

ইজারা বিজ্ঞপ্তি (প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতির জন্য)

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম ও আয়তন একরে	ইউনিয়নের নাম	দরপত্র দাখিলের তারিখ			১৪২৭ সনের জন্য ৫% বর্ধিত হারে সরকারী মূল্য
			১ম বার	২য় বার	৩য় বার	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫
১	**কানি বাওড়** ১০নং শার্শা ইউনিয়নের অন্তগর্ত ৭২নং শার্শা মৌজায় অবস্থিত। দাগ নং-৩৯৪ জমির পরিমান ০৩.৪১ একর	শার্শা ইউপি	০১-০৩-২০২০	৩১-০৩-২০২০	১৩-০৪-২০২০	৩৭৮০০/-
২	**ঘিবা পুকুর** বাহাদুরপুর ইউনিয়নের অর্ন্তগত ৪৪নং ঘিবা মৌজা অবস্থিত। খতিয়ান নং-০১ দাগনং-৩৪৭ জমির পরিমান-০.৩২ একর	বাহাদুরপুর ইউপি	০১-০৩-২০২০	৩১-০৩-২০২০	১৩-০৪-২০২০	৩১৫০/-
৩	**বসতপুর পুকুর** বাগআঁচড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ১২৪নং বসতপুর মৌজার খতিয়ান নং-০১দাগ নং-৪৯২৫/৬৬৬৩, জমির-১.০৮ একর	বাগআচড়া ইউপি	০১-০৩-২০২০	৩১-০৩-২০২০	১৩-০৪-২০২০	৪২০০/-
৪	**গোড়াপাড়া ফটকের বিল** নিজামপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ২৯নং গোরপাড়া মৌজা, খতিয়ান নং-০১দাগ নং-৪৮৮, জমির পরিমান-৬.০১ একর। বিঃদ্রঃ-জমি সংক্রান্ত ১৩৪১/৯৯নং সিভিল রিভিশন মামলা	নিজামপুর ইউপি	০১-০৩-২০২০	৩১-০৩-২০২০	১৩-০৪-২০২০	১০৫০০/- **দেওয়ানী মামলা চলমান থাকায় ইজার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।**

(পুলক কুমার মন্ডল)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর
০৯/২/২০২০

চলমান পাতা-২

Scanned by CamScanner

-শর্তাবলী-

১। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি বা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতিসমূহ নিদিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জনা আবেদন করতে পারবেন। কোন সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতিত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবেনা। কোন ব্যাক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না। নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

২। বিজ্ঞপ্তিতে অর্ন্তভূক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার উপজলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা, যশোর এর অনুকূলে জামানত হিসাবে আবেদনকারী তার আবেদনের সহিত দাখিল করবেন। লীজ প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজ মানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে।

৩। কাংখিত ইজারা মূল্যের কম মূল্য কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবেনা।

৪। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা ১৫% ভ্যাট এবং ৫% হারে আইটি কর্তনের সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করবেন। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জলমহালের দখল নির্বাচিত ইজারাদারকে বুঝিয়ে দেয়া হবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের সাথে সমন্বয় করা হবে। ২য় বছরের ইজারা মূল্য, ভ্যাট ও আইটি ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য, ভ্যাট ও আইটি পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ইজারা মূল্য/ সরকারী পাওনা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিলসহ জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৫। আবেদন দাখিলের পূর্বেই সরোজমিনে জলমহালের তফসিল, অবস্থান ও আয়তন যাচাই করে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহন করতে হবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬। যে সকল মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি এর নিকট কোন জলমহালের ইজারার অর্থ বকেয়া আছে/সার্টিফিকেট মোকর্দ্দমা /অন্য মোকর্দ্দমা রুজু করা হয়েছে সে সকল সংগঠন/সমিতি দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৭। কোন ক্রমেই সাব –লীজ দেয়া যাবেনা। সাব-লীজ দেয়া হলে ইজারা বাতিলসহ জমাকৃত সমুদয় অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত লিজ গ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

৮। জলমহাল ইজারা মেয়াদ বছরের ০১ বৈশাখ হতে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময় জলমহালের ইজারা গ্রহন করলে ইজারার মেয়াদ ০১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০ চৈত্র তারিখে তা শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারা প্রাপ্ত সমিতির/সংগঠন পাবেনা।

৯। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

১০। ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও কোন প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না। রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। বর্ষা মৌসুমে ইজারাকৃত জলমহালের প্লাবন ভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রুপ নিলে ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের /জলমহালের সীমানার ভিতর সীমবদ্ধ থাকবে।

১১। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি এর অনুকূলে সর্বোর্চ্চ ০২ (দুই) টি জলমহাল ইজারা /বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে।

১২। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ সহ ইজারা সংক্রান্ত সকল নীতিমালা/বিধি-বিধান/পরিপত্র মেনে চলতে হবে অন্যথায় ইজারা বাতিলসহ জমাকৃত সমুদয় অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৩। কর্তৃপক্ষ যে কোন কিংবা সকল আবেদন কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকেই গ্রহণ কিংবা বাতিলের অধিকার সংরক্ষন করেন।

(পুলক কুমার মন্ডল)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর।

Scanned by CamScanner

স্মারক সংখ্যা-০৫.৪৪.৪১৯০.০০২.২২.০০৭.২০-১ ১৭৪(১৬) তারিখঃ ০৭-০২-২০২০ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ৮৫-যশোর-১, শার্শা, যশোর।

২। জেলা প্রশাসক, যশোর।

৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শার্শা, যশোর।

অনুলিপি কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), শার্শা, যশোর। তাকে বিষয়টি ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার, শাশা, যশোর। তাকে বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৫। উপজেলা সমবায় অফিসার, শার্শা, যশোর। তাকে বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, শার্শা,যশোর। তাকে বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। অফিসার ইন-চার্জ, শার্শা থানা /বেনাপোল পোর্ট থানা, শার্শা, যশোর।

৭। ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, শার্শা, যশোর।

৮। পোষ্ট মাষ্টার, শার্শা পোষ্ট অফিস, শার্শা,যশোর।

৯। চেয়ারম্যান, ডিহি, লক্ষণপুর, বাহাদুরপুর, বেনাপোল, পুটখালি, গোগা, কায়বা, উলাশী, বাগআঁচড়া, শার্শা ও নিজামপুর ইউপি, শার্শা, যশোর। বিজ্ঞপ্তিটি জারীপূর্বক একটি প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অত্রাফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা---ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শার্শা, যশোর। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় বাজারের গুরুত্বপূর্ণস্থানে ঢোল সহরতের মাধ্যমে প্রচার করে তার একটি প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অত্রাফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, উক্ত ইউনিয়নের জলমহালগুলি বাংলা ৩০ চৈত্র ১৪২৭ তারিখের মধ্যে ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হয় তবে বাংলা ১লা বৈশাখ, ১৪২৭ তারিখ হতে জলমহালগুলি দখল বুঝে নিয়ে বিধি মোতাবেক খাস আদায় অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১১। ---অফিসার, শার্শা, যশোর। তাকে ধার্য তারিখ ও সময়ে ডাক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১২। সভাপতি--মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি, শার্শা, যশোর।

১৩। জনাব---প্রাক্তন ইজারাদার, শার্শা, যশোর।

৬/২/২০২০

(পুলক কুমার মন্ডল)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর।